দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-১২

খন্দকার জাহিদ হাসান

(ব) 'বার্তা-বাহক মহাকাল'

[প্রায় চার লক্ষ বৎসর পূর্বের কথা। একদা মানুষের সম্মুখে স্বয়ং মহাকাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন।]

মহাকালঃ ওহে মনুষ্য, তুমি কেমন রহিয়াছো?
মানুষঃ এই তুমি যেমনটি রাখিয়াছো!
মহাকালঃ ছিঃ ছিঃ, অমন কথা বলিতে নাই! আমি রাখারাখির কেহ নহি। ও কাজটি বিধাতার।
মানুষঃ সে না হয় বুঝিলাম, কিন্তু তুমি প্রায়শঃই আমাদিগকে উৎপাত করিতে আসো কেন, বলোতো?
মহাকালঃ 'উৎপাত' নয়, আমার কাজ হইলো 'বার্তা-বহন'। আমি তোমাদের জন্য তাঁহার বার্তা-বহন করিয়া আনিয়াছি।
মানুষঃ তাই নাকি? তো কি বার্তা বহিয়া আনিয়াছো, শুনি!
মহাকালঃ বার্তা হইলো ইহাই যে, অদ্য হইতে তোমার শ্রমের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ-ই নির্ধারিত থাকিবে খাদ্য সংগ্রহের নিমিত্তে। আর শুধুমাত্র পাঁচ ভাগ শ্রম বরাদ্দ থাকিবে লজ্জা নিবারণের উদ্দেশ্যে বৃক্ষপল্লব ও বল্কল সংগ্রহের নিমিত্তে। বিনাশ্রমে লাভ করিবে পর্বতগুহার আশ্রয়স্থল, নারী-পুরুষের শারীরিক সম্ভোগও মাগনা।
মানুষঃ তথাস্তু!

[অতঃপর এই বন্দোবস্তের মধ্যে কাটিয়া গেল প্রায় তিনলক্ষ বৎসর। একদিন মহাকাল পুনরায় মানুষকে দর্শনপ্রদান করিলেন।]

মহাকালঃ ওহে মনুষ্য, তোমার জন্য পুনরায় একটি বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছি।
মানুষঃ বলো শুনি কি তোমার বার্তা!
মহাকালঃ এখন হইতে তোমার শ্রমের শতকরা ষাট ভাগ খাদ্য সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত হইলো। বাকী চল্লিশ ভাগ শ্রমের মধ্যে বিশ ভাগ বরাদ্দ হইলো দেহাবরণের নিমিত্তে পশুচর্ম, তন্তু, ইত্যাদি সংগ্রহকরতঃ বয়ন ও সূচিকর্ম সম্পাদনের জন্য। শতকরা পনের ভাগ শ্রম নিবেদিত থাকিবে আশ্রয়স্থল নির্মাণ ও সংরক্ষণের জন্য এবং মাত্র পাঁচ ভাগ বিনোদন ও সম্ভোগ আয়োজনের জন্য নির্ধারিত হইলো।
মানুষঃ কি আর করা? নির্দেশ শিরোধার্য হইলো!

[এখন হইতে তিন সহস্র বৎসর পূর্বে একদিন মানুষের দ্বারে মহাকালের পুনরাবির্ভাব ঘটিলো।]

মহাকালঃ পুনরায় বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছি। পাঠ করিয়া শোনাইবো কি?
মানুষঃ বিলম্বে লাভ কি? শোনাও কি বার্তা।
মহাকালঃ মুদ্রার প্রচলন করা হইলো। এই মুহূর্ত হইতে তোমার শ্রম-নির্ভর সর্বমোট উপার্জনের মাত্র ত্রিশভাগ ব্যয়িত হইবে খাদ্য ক্রয়ের নিমিত্তে। বস্ত্রখাতের জন্য বরাদ্দ হইলো শতকরা বিশভাগ, বাসস্থান ত্রিশভাগ, বিবাহ ও বিনোদন দশভাগ, শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে সাতভাগ এবং করপ্রদান তিনভাগ।

[কাটিয়া গেল আরও অনেক অনেক বৎসর। অতঃপর বিংশ শতাব্দীর বিদায়ক্ষণে ও একবিংশের ঊষালগ্নে উড়িতে উড়িতে এক সন্ধ্যায় মহাকাল মহাশয় মানুষের মাথার ওপর পুনরায় উপস্থিত হইলেন। মানুষও উড্ডয়নরত ছিলো। এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে কথোপকথন হইলো।]

মহাকালঃ ওহে মনুষ্য, অধুনা তোমার নিকটবর্তী হওয়া আমার পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। যে তীব্রবেগে ধাবিত হইতেছো, তাহাতে তোমার নাগাল পাওয়াই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মানুষঃ সেক্ষেত্রে অত কালক্ষেপন না করিয়া তোমার বার্তাটি সরাসরি আমার নিকট ই-মেইলে প্রেরণ করিয়া দিলেই তো পারো!

মহাকালঃ আমি দুঃখিত যে, এমত ব্যবস্থা বিধাতা বিধিবদ্ধ করেন নাই। তোমাকে এই মুহূর্তেই বার্তাটি শ্রবণ করিতে হইবে।

মানুষঃ আমার হাতে অধিক সময় নাই। তুমি বরং বার্তাটি তড়িৎ-ডাকেই পাঠাইয়া দাও।

মহাকালঃ আমি তোমার মতামত অগ্রাহ্য করিলাম। অদ্যকার বার্তা হইলোঃ
তোমার উপার্জিত মোট অর্থের শতকরা ত্রিশভাগ বস্ত্র, ত্রিশভাগ শিক্ষা, ত্রিশভাগ চিকিৎসা, ত্রিশভাগ পরিবহন ও যোগাযোগ, দশভাগ রাজস্ব/কর, বিনোদন ও সম্ভোগ বাবদ বিশভাগ এবং শতকরা আশিভাগ বাসস্থান খাতে ব্যয়িত হইবে বলিয়া ধার্য করা হইয়াছে।

মানুষঃ সে কি! বসতবাটীর নিমিত্তে এত অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইলে বাঁচিবো কি খাইয়া? আর তাহা ছাড়া সর্বমোট খরচ শতকরা দুইশত ভাগেরও অনেক ওপরে চলিয়া যাইতেছে, সে খেয়াল আছে?

মহাকালঃ স্ত্রীর কর্ম-সংস্থান দ্যাখো। তাহাকে কাজে লাগাইয়া বিষয়টির সুরাহা করো।

মানুষঃ স্ত্রী কাজ করিলে গৃহস্থালীর কি হইবে? ছেলেমেয়ে সবাই উচ্ছন্নে যাইবে তো!

মহাকালঃ ভাবিও না, উহাদিগকেও কাজে লাগাইয়া দাও।

মানুষঃ আর রান্না-বাড়া খাওয়া-দাওয়া?

মহাকালঃ অহো, ভালো কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছো। খাদ্য ও পানীয়ের নিমিত্তে শতকরা মাত্র পাঁচভাগ বরাদ্দ হইয়াছে।

মানুষঃ মাত্র পাঁচভাগ খরচে কি খাদ্য-পানীয় জুটিবে?

মহাকালঃ কেন দুইবেলা দুইটি করিয়া ফুচ্‌কা আর একবাটি করিয়া চটপটি, কিংবা দুইটি করিয়া কোমল পানীয়ের বোতল আর একটি করিয়া বার্গার জুটাইয়া লইতে পারিবে না???

[কথা শেষ হইতে না হইতেই মহাকাল শূন্যে মিলাইয়া গেলেন। মানুষ ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া সেদিকপানে চাহিয়া রহিলো।] (কল্পিত রচনা)

(ভ) 'এ্যান্টনি ফিরিংগির ভাত মারা'

স্থানঃ নিউজিল্যান্ড
সময়কালঃ ১৯৯৭ সাল
কিউই পাত্রঃ শ্বেতাংগ পল
বাংগালী পাত্রঃ বাংলাদেশী অভিবাসী সলিমুদ্দি

*[**প্রেক্ষাপটঃ** শ্বেতাংগ কিউই দম্পতি পল ও ওয়েন্ডির মধ্যে প্রথম পরিচয় ঘটেছিলো কোল্‌কাতায়। তিন-চার বছর ধরে সেখানে অবস্থানকালে তাঁরা দু'জনেই নিজেদের চেষ্টায় সামান্য পরিমাণে হলেও বাংলা লিখতে, পড়তে ও বলতে শিখেছিলেন। এমনকি ওয়েন্ডি বাংগালী কায়দায় রন্ধনপ্রণালীও কিছুটা রপ্ত ক'রে ফেলেছিলেন।*

নিউ জিল্যান্ডে ফেরার পর তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। পল মেয়েদের পোষাক হিসাবে শাড়ী এতটাই পছন্দ ক'রে ফেলেছিলেন যে, বিয়ের অনুষ্ঠানে তিনি আত্মীয়-পরিজনদের মতামতের তোয়াক্কা না ক'রে কনে-কে লাল শাড়ী পরানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

যাই হোক, নিজদেশেও ভারতীয় ও বাংলাদেশী বাংগালী অভিবাসী পরিবারগুলোর সাথে এই কিউই দম্পতির মেলামেশা শুরু হলো। এমনকি নিমন্ত্রণ ও পাল্টা নিমন্ত্রণের একটা রেওয়াজও চালু হোয়ে গেল। এক সন্ধ্যায় পলদের বাসায় এমনি এক পাল্টা নিমন্ত্রণের আসরে দেখা গেল যে, ওয়েন্ডির রাঁধা তরকারীগুলোর প্রতিটিতেই লবণের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্তভাবে কম। তাই ভোজনকালে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে নেমকদানী নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হলো। তাই দেখে পল কিছুটা অপ্রতিভভাবে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। অভ্যাগতদের মধ্যে জনাব সেলিম রেজা ওরফে সলিমুদ্দিই তাঁর পাতে সবচেয়ে বেশী নেমকদানী ঝাঁকাচ্ছিলেন।]

পলঃ এত বেশী নুন খাওয়া শরীরের জন্য মোটেও ভালো নয়।
[পল ও ওয়েন্ডি সবসময় 'নুন' শব্দটি ব্যবহার করতেন।]

সলিমুদ্দিঃ নুন না নিলে ভাত গিল্‌তে কষ্ট হচ্ছে তো! তবে মন খারাপ কোরো না পল, তোমার বৌ কিন্তু ভালোই তরকারী রেঁধেছে।

পলঃ (আকর্ণবিস্তৃত হাসি দিয়ে) সত্যিই? ধন্যবাদ সেলিম। কিন্তু এটা ঠিক কথা যে, তোমরা তরকারীতে খুব বেশী নুন খাও। সেদিন তোমাদের বাসাতে খেতে গিয়ে সেটা টের পেয়েছি।

সলিমুদ্দিঃ ঐ যে বললাম না, কিছুটা লবণ না দিলে তরকারী স্বাদ হয় না, খাবার গেলা যায় না!?

পলঃ তবে আজ আমি নিজ চোখে দেখেছি যে, ওয়েন্ডি তরকারীতে নুন দিচ্ছে।

সলিমুদ্দিঃ কতোটুকু ক'রে?

পলঃ তা.... প্রতিটি তরকারীর পাত্রে চা-চামচের আধা-চামচ ক'রে তো বটেই!

সলিমুদ্দিঃ এ হে হে, সেই জন্যই এই অবস্থা! আসলে পল, প্রতিটি তরকারীর পাত্রে কমপক্ষে তিন চা-চামচ লবণ দেওয়া উচিৎ। বুঝেছো?

পলঃ ওরে বাবা! এত নুন খেলে অসুখ করবে তো! ব্লাড্‌প্রেশার হবে, হার্ট এ্যাটাক্ ক'রে পটল তুল্‌তে হবে যে!

সলিমুদ্দিঃ দ্যাখো পল, লবণ খাওয়া কমাতে হলে তরকারী খাওয়া কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে তরকারীতে লবণ কম দেওয়া এই সমস্যার সমাধান নয়। কারণ এটা এমন একটা খাবার যে, নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ লবণ দিতেই হবে ওতে।

[সলিমুদ্দির কথায় যুক্তি ছিলো। তাই পল তাঁর কথা মেনে নিলেন। ভোজনপর্বের শেষে পল তাঁর স্প্যানিশ গীটারটা তুলে নিলেন। গুরুগম্ভীর স্বরে মনের সমস্ত আবেগ ঢেলে তিনি এক অপূর্ব

সংগীত পরিবেশন করলেন। তারপর গানশেষে হাসিমুখে চারিদিকে একবার তাকালেন।]

পলঃ (সবাইকে উদ্দেশ্য ক'রে) আমার গান কেমন লাগলো?

[সকলে সমঃস্বরে পলের গানের তারিফ করলো। সলিমুদ্দিও বাদ গেলেন না।]

সলিমুদ্দিঃ পল, তুমি যে এতটা ভালো গাইতে পারো, তা আগে বলোনি তো কখনও?

পলঃ আগ বাড়িয়ে নিজে থেকে বলার কোনো দরকার আছে কি? এখন নিজ কানেই তো শুনলে!

সলিমুদ্দিঃ গানটা শুনে গীর্জার গানের মত মনে হলো। আমার ধারণা কি সঠিক?

পলঃ হ্যাঁ, এটা একটা প্রার্থণা-সংগীত।

সলিমুদ্দিঃ আমারও তাই মনে হোয়েছে। তবে আমি দুঃখিত যে, একটা জিনিস আমি ধরতে পারিনি।

পলঃ কি জিনিস?

সলিমুদ্দিঃ গানটা তো তুমি ইংরেজীতে গাওনি, তাই না?

পলঃ (কিছুটা অপ্রস্তুতভাবে) ঠিক তাই। তোমার অনুমান সঠিক।

সলিমুদ্দিঃ তাহলে এটা কোন্ ভাষার গান ছিলো?

[সলিমুদ্দির এই প্রশ্নে পল ছাড়া বাকী সবাই উঁচু গলায় হাসাহাসি আরম্ভ করলো। এর-ই মধ্যে একটা আট-দশ বছরের বাচ্চা ছেলে চেঁচিয়ে উঠলো, "সেলিম আংকেল কি বোকা, কানে শুনতে পান না!....পল আংকেল তো গান গাওয়ার আগে বললেন-ই যে, গানটা তিনি বাংলায় গাইবেন!!" *আবার হাসির রোল উঠলো। এবার সলিমুদ্দির মিন্‌নিনে গলা শোনা গেল,* "ঠিক-ই তো, আমি তো খুব-ই বোকা! এই পল-ই আমাদের এ্যান্টনি ফিরিংগির ভাত মারবে!"*]*

(বাস্তব ঘটনার ওপর ভিত্তি ক'রে রচিত)

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ০৪/০৩/২০০৭

দেশ বিদেশের বিচিত্র আলাপনের আগের সংখ্যাগুলো পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন